সামাজিক সম্পর্কের নানান দিক নিয়ে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর দৃষ্টিভঙ্গি

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ৪৩ × বুধবার, ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২০

সূত্র: ২০১৭ সাল থেকে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী কক্সবাজারে শরনার্থী হিসেবে বসবাস শুরু করার পর থেকেই, বিভিন্ন সংস্থা ক্যাম্পে বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে তাদের নানা উদ্বেগ সম্পর্কিত মতামত সংগ্রহ করে আসছে। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এই মতামতগুলো নিয়মিত সংগ্রহ করছে এবং এই মতামতের বিশ্লেষণ রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন 'যা জানা জরুরি'তে সংকলিত করা হচ্ছে। মূলত এই বুলেটিনে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগ এবং চাহিদার মতামতের বিশ্লেষণের প্রতিফলন প্রকাশ করা হয়। বর্তমানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর শরনার্থী হিসেবে বসবাসের তৃতীয় বছর উপনিত হওয়ার পর, ক্যাম্পে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের কমিউনিটি পাশাপাশি আশ্রয়প্রদানকারী স্থানীয় সম্প্রদায়ের সাথে কিভাবে বসবাস করছে সেটি বুঝতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এখন পর্যন্ত সংগৃহীত সকল তথ্য পুনরায় বিশ্লেষণ করেছে। বিষয়টি সম্পর্কে আরও বিষদ ধারনা পেতে বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন বিভিন্ন ক্যাম্পের শরনার্থীদের সাথে ব্যক্তিপর্যায়ে কথা বলেছে। এর জন্য ৯, ১০ এবং ১১ই আগস্ট আমরা ক্যম্প ৭, ৯ এবং ২৪ থেকে ৮টি ফোন সাক্ষাৎকার সংগ্রহ করেছি যার মধ্যে চারজন রোহিঙ্গা নারী এবং চারজন পুরুষ। এছাড়াও বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যকার বর্তমান সম্পর্ক কেমন তা বোঝার জন্য একটি পৃথক গবেষণাকার্য পরিচালনা করে (২৮ জন অংশগ্রহনকারীর সাথে গুনগত গবেষণা) এবং এই গবেষণার সাক্ষাতকার গ্রহণ ৯ থেকে ২৯ই জুলাইয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়। বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এর এই পৃথক গবেষণার ফলাফলগুলোও নিম্নোক্ত বিশ্লেষণ তৈরি করার ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়েছে।

প্রায় গত তিন বছরের ব্যবধানে (জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত), বিবিসিই মিডিয়া অ্যাকশন রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার উদ্দেশ্যে কাজ করছে এমন বিভিন্ন মানবিক সংস্থার কাছ থেকে রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সর্বমোট ১৮৪,৬৪৫টি মতামত সংগ্রহ করেছে। মতামতের এই সকল তথ্যগুলো সকল শরনার্থী ক্যাম্প থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে এবং এখানে জনসংখ্যার বিভিন্ন চিত্র যেমন রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নারী, পুরুষসহ সকল ধরনের প্রান্তিক মানুষের মতামত স্থান পেয়েছে। প্রাপ্ত তথ্যের এই ব্যাপ্তি রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর উদ্বেগসমূহকে মূল্যায়ন করতে এবং সময়ের সাথে সাথে এই উদ্বেগ সমূহ কিভাবে পরিবর্তিত হয়েছে সেটি বুঝতে সহায়তা করেছে।

সময়ের সাথে সাথে সামাজিক সম্পর্ক সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়া (বেস-২৭০৫)

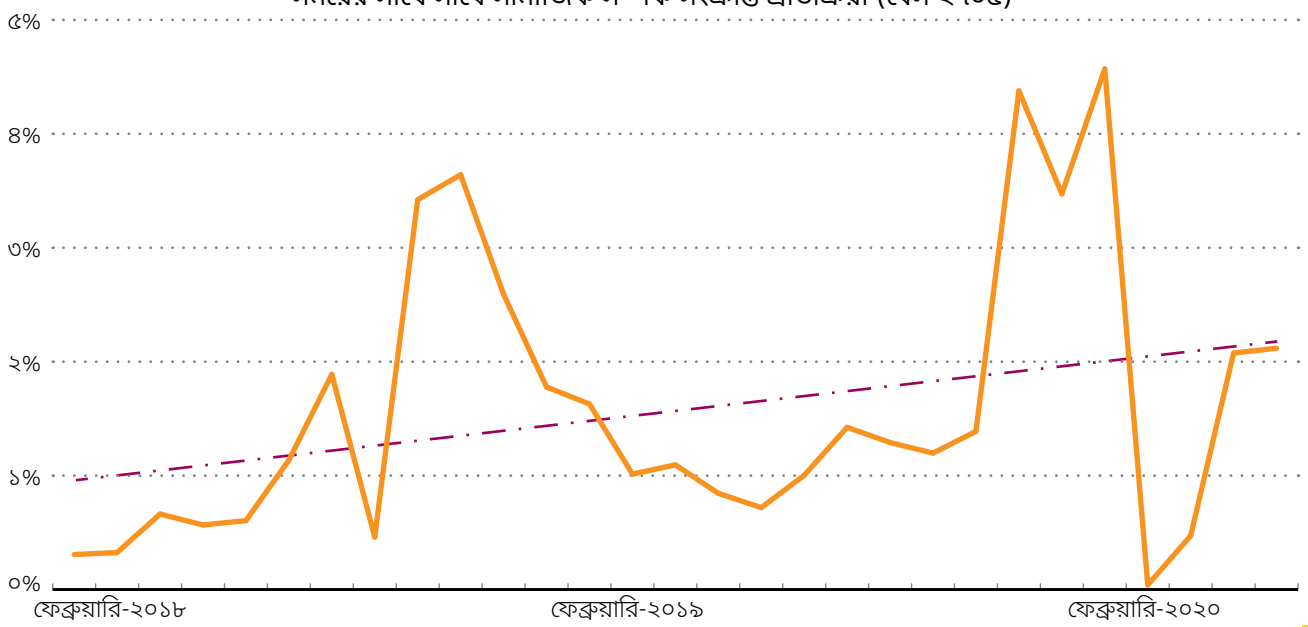

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর কাছ থেকে উঠে আসা অধিকাংশ সমস্যা খাদ্য, আশ্রয়, স্বাস্থ্য এবং নথিপত্র বা ডকুমেন্টেশনের সাথে সম্পর্কিত হলেও, তাদের কিছু অংশ নিজেদের সম্প্রদায়ের মধ্যকার (অন্তঃ-সম্প্রদায় সম্পর্ক) নানা সমস্যার কথা তুলে ধরেছে। পাশাপাশি সেবা প্রদানকারীদের সাথে তাদের সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা এবং স্থানীয় মূলসম্প্রদায়ের (আন্তঃ-সম্প্রদায় সম্পর্ক) সাথে তারা যেসব সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলোও মতামতে উঠে এসেছে। এই বিষয়গুলোকে আমরা একসাথে, সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক সমস্যা হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছি (বিশ্লেষণের সুবিধার্থে)। বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, মোট মতামতে মাত্র ২ শতাংশে এই ধরণের উদ্বেগ থাকলেও, সময়ের সাথে সাথে এই ধরণের সমস্যাগুলোর একটি সাধারণ উর্ধ্বমুখী প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। যা ২০১৮ এবং, ২০১৯ সালের শেষদিকে এবং ২০২০ সালের প্রথম ভাগে চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। এছাড়াও রোহিঙ্গা নারী ও পুরুষেরা জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা, পারিবারিক নানান সমস্যা এবং তাদের সাথে মাঝি ও ভলান্টিয়ারদের মতো সেবা এবং ত্রাণ সরবরাহকারীদের আচরণ সংক্রান্ত নানাবিধ উদ্বেগের বিষয়গুলোও উত্থাপন করেছিল।

রোহিঙ্গা জনগণের উত্থাপিত সামাজিক সম্পর্ক বিষয়ক উদ্বেগ (বেস-২৮৪৮)

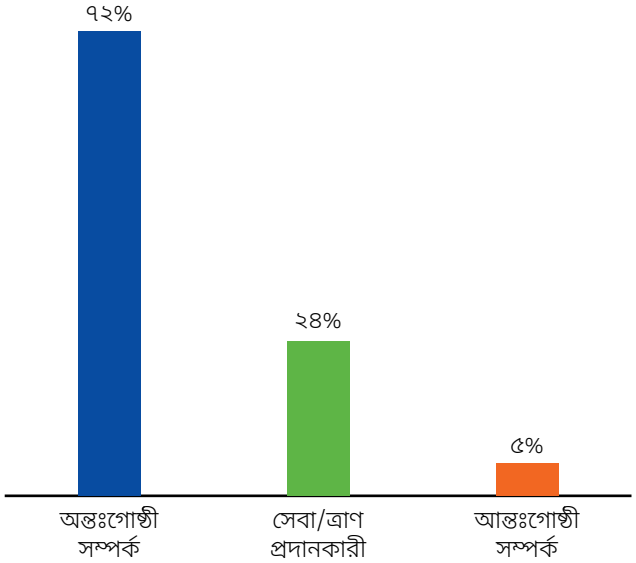

১. সম্প্রদায়ের মধ্যকার সম্পর্ক বিষয়ক উদ্বেগ

ক) রোহিঙ্গা জনগণ তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে যেসব সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে

রোহিঙ্গা মানুষের অভ্যন্তরীণ বিরোধ সময়ের সাথে সাথে আরো বেড়েছে, কারন তারা অনেক কাছাকাছি বাস করেন এবং গোসলখানা, টয়লেট এবং পানির উৎসের মতো সাধারণ এবং সীমিত সুবিধাগুলো তাদের ভাগাভাগি করতে হয়। যেহেতু বহু মানুষ দীর্ঘদিন ধরে এই সীমিত সুবিধাগুলো ব্যবহার করছেন, তাই তারা প্রায়শই নানান সমস্যার মুখোমুখী হয়েছেন, যা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্মে বাধা সৃষ্টি করেছে। অনেকে মিলে এইসব অবকাঠামো ভাগাভাগি করে ব্যবহার করার সময় তাদের লাইন ধরে অপেক্ষা করতে হয়। আবার এর জন্য তাদের মধ্যে তৈরি হওয়া ধৈর্যচ্যুতি কখনো কখনো ঝগড়া বা মারামারির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আবার পারিবারিক বিরোধ এবং জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার ঘটনার কারণে কমিউনিটির অভ্যন্তরীণ সম্পর্কের অবনতি ঘটে থাকে।

মানুষজন মনে করেন (মতামত বিশ্লেষণ থেকে), সীমিত অবকাঠামোর (যেমন গোসলখানা , ল্যাট্রিন ইত্যাদি) বারবার বা অধিক ব্যবহারের কারণে তা ঠিকমত রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় না। অনেকসময় দেখা যায় টয়লেটগুলো প্রায়ই আটকে যায় বা উপচে পড়ে এবং নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর হয়ে চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়ায়। এছাড়াও, দরজা ও কাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত থাকায় কিংবা পানির কল বা টিউবওয়েলগুলো ঠিক মতো কাজ না করার কারণে এই অবকাঠামোগুলো নষ্ট হয়ে পড়ে থাকে তার উপর, যেহেতু এই সুবিধাগুলো সকলে গ্রহন করে, তাই কোনো কিছু নষ্ট হলে, একজন অন্যজনকে দোষারোপ করে। এইসকল বিষয় নিয়ে নিত্য নতুন ঝগড়া ফ্যাসাদ ও মারামারি লেগেই থাকে। আবার বর্জ্যের অব্যবস্থাপনা, অন্যের চালে বা ঘরের সামনে ময়লা-আবর্জনা ফেলা ইত্যাদি এই ধরনের সমস্যার কারণ হিসেবেও দেখা দিচ্ছে। এছাড়াও, থাকার জায়গা (পাহাড়ের চূড়ায় বা নিচে), ভূমি মালিক কর্তৃক আশ্রয়স্থান থেকে উচ্ছেদ এবং বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাগুলো পেতে ত্রাণের লাইনে দাঁড়ানো সহ নানান ঘটনা রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর অভ্যন্তরে নানা বিরোধ সৃষ্টি করছে।

> “যারা পাহাড়ের চূড়ায় থাকে, তারা আবর্জনা এবং নোংরা পানি ফেলে। আমরা থাকি পাহাড়ের নিচের দিকে। যেহেতু (পানি যাওয়ার) কোন ড্রেন বা নালা নেই, সেই নোংরা পানি পাহাড়ের গা বেয়ে আমাদের ঘরে এসে ঢোকে। আর যখনি এমন ময়লা পানি ঘরে ঢোকে, আমরা এ নিয়ে ঝগড়া হয়। মাঝি এবং এনজিও গুলোকে এ ঘটনা জানালেও, এখনো কোনো সমাধান পাইনি।”
>
> – পুরুষ, ২৬, ক্যাম্প ১৯,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন-এর নেয়া ফোন সাক্ষাৎকার

অন্তঃসম্প্রদায় সম্পর্কিত নানা উদ্বেগ (বেস-২০৬১)

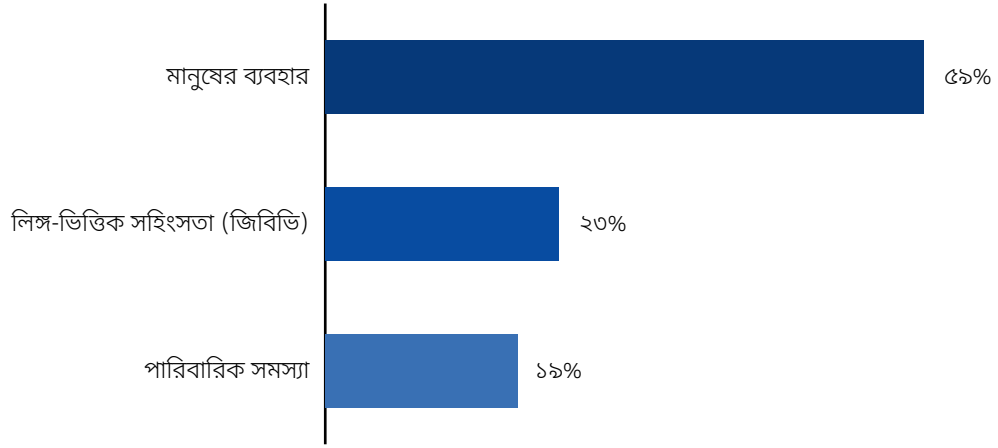

খ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে লিঙ্গ ভিত্তিক সহিংসতা নিয়ে উদ্বেগ

পূর্ববর্তী বিভিন্ন গবেষণা থেকে দেখা গেছে, কক্সবাজারের বসবাসরত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা তাঁদের আত্মীয় দের মাধ্যমে ঘটা সহিংসতাকে (বিশেষত নারী ও মেয়েদের প্রতি) খুবই সাধারণ বা নিয়মিত ঘটনা মনে করেন। আরও দেখা গেছে সহিংসতার শিকার নারীরা চিকিৎসা সেবা গ্রহনের প্রয়োজন না হলে পারতপক্ষে কোন সহায়তা গ্রহন করতে চান না। তারপরও কমিউনিটির মতামতের তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখা যাচ্ছে, কিছুদিন ধরে এই ধরনের সহিংসতার কথা তুলে ধরার পরিমাণ বেড়েছে, এবং দিনদিন তা বেড়েই চলেছে। কমিউনিটির মতামতে উল্লিখিত সামাজিক সম্পর্কের বিষয়গুলোর মধ্যে প্রায় ২৩ শতাংশই জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতা সম্পর্কিত, যেখানে যৌন হয়রানি অথবা স্বামী বা শ্বশুরবাড়ির লোকেদের দ্বারা মারধোরের মতো শারীরিক নিপীড়ন কথা উঠে এসেছে। এইসব মতামতের তথ্য বিশ্লেষণ ও কমিউনিটির মানুষদের সাথে আলোচনায় জেন্ডার ভিত্তিক সহিংসতার কারণ হিসেবে বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক বিষয় যেমন – স্বামী-স্ত্রীর (মূলত স্বামীর) দাম্পত্য বহির্ভূত সম্পর্ক বা দ্বিতীয় বিবাহ, আর্থিক সঙ্কটের কারণে সৃষ্ট হতাশা, খাবার রান্নায় বা কাঠ সংগ্রহে দেরি হওয়ার মতো বিষয়গুলো উঠে এসেছে । এই বিষয়গুলোর সাথে কখনো আবার যৌতুক, বাল্যবিবাহ এবং ইভটিজিংয়ের মতো ক্ষতিকর প্রচলিত কিছু রীতি মিলে পরিস্থিতিকে আরও মারাত্মক করে তোলে।

> “ক্যাম্পের পুরুষরা একাধিক বিয়ে করে। যদি তাদের স্ত্রীরা এই বিয়ে করতে বাধা দিতে চায়, তবে তারা মারধোর করে স্ত্রীদের বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দেয়।”
>
> – নারী, ৫০, ক্যাম্প ১৯,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন-এর নেয়া ফোন সাক্ষাৎকার

জিবিভি সম্পর্কিত সামাজিক সম্পর্কের মতামতের অনুপাত, মাস অনুযায়ী

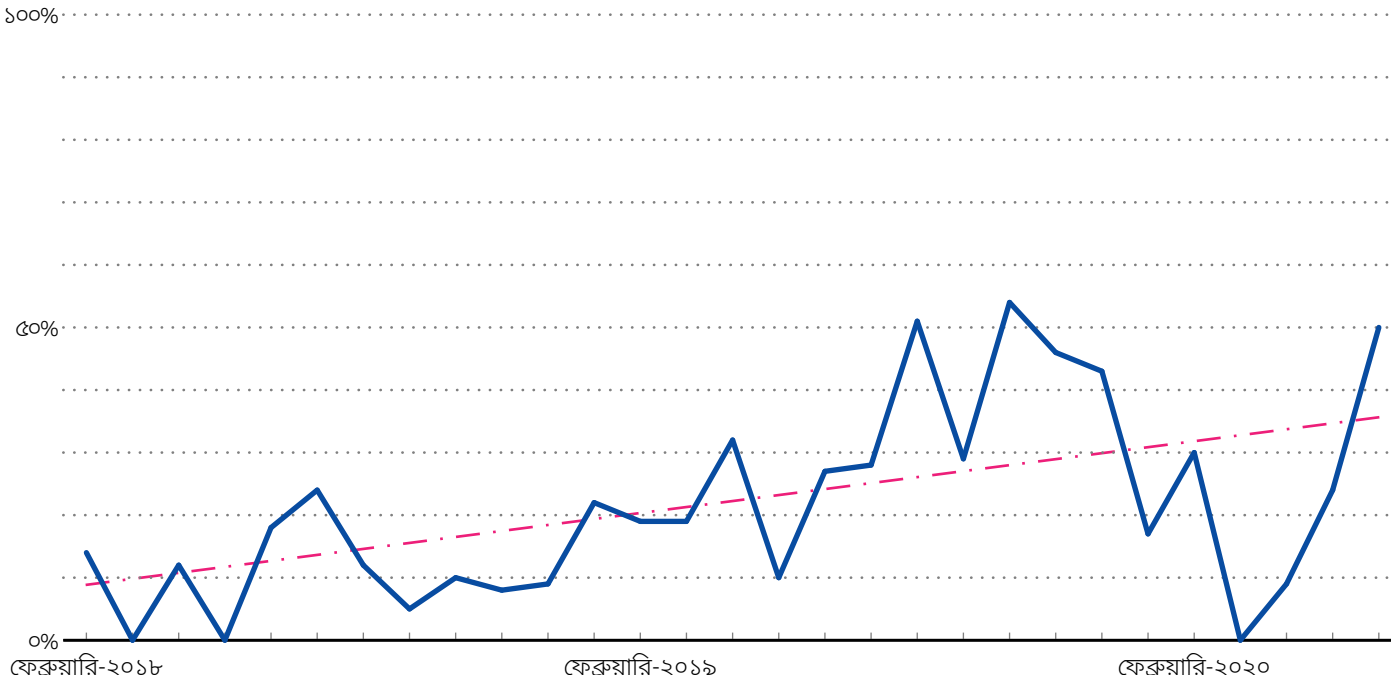

গ) রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মধ্যে পরিবারিক সমস্যা সংক্রান্ত উদ্বেগ

পারিবারিক নানান বিষয় সংক্রান্ত উদ্বেগগুলো রোহিঙ্গা কমিউনিটির অভ্যন্তরীণ উত্তেজনায় আরেকটি মাত্রা তৈরি করেছে। প্রাপ্ত মতামত বিশ্লেষণ করে যে সমস্যাগুলো দেখা যাচ্ছে তার মধ্যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার বিরোধ, বিবাহবিচ্ছেদ বা অন্য কাউকে বিয়ে করার জন্য স্বামী বা স্ত্রীকে ছেড়ে যাওয়া; ত্রাণসামগ্রী সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব, আর্থিক সমস্যা, পরিবারিক সম্পত্তি বা পরিবার থেকে আলাদা হওয়ার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই নারী, বয়স্ক ব্যক্তি এবং শিশুরা এই সমস্যাগুলোর কারণে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে যেখানে পরিবারের বয়স্ক ব্যক্তিকে ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং খাবার বা অন্যান্য মৌলিক বিষয় থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। এছাড়াও, শিশুদের সৎ বাবা-মা বা পরিবারের অন্য পক্ষের সদস্যদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার হওয়ার মত ঘটনাও ঘটেছে।

> “সৎ মায়ের ঘরে বেড়ে ওঠা শিশুরা শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে।”
>
> – পুরুষ, ৩৩, ক্যাম্প ৭,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন-এর নেয়া ফোন সাক্ষাৎকার।

২. মাঝি ও ভলান্টিয়ারদের সহায়তা বা সেবা নিয়ে আভিযোগ

কমিউনিটির মতামত থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় বাংলাদেশে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর বসবাস শুরু করার পর থেকেই মাঝি এবং ভলান্টিয়াররা তাদের বিভিন্ন ধরনের সহায়তা বা সেবা দিয়ে থাকে, আর এই সেবা প্রদান নিয়ে জনগণের মধ্যে এক ধরনের অসন্তুষ্টির সৃষ্টি হয়েছে। তথ্য বিশ্লেষণে মাঝিদের দুর্নীতিগ্রস্থ হয়ে পড়ার কথা উঠে এসেছে। যেখানে রোহিঙ্গা জনগণ বলেছেন মাঝিদের মাধ্যমে সহযোগিতা পাওয়ার বিনিময়ে অনেক সময় তাদের অর্থ বা ত্রাণের একটি অংশ মাঝিদের দিয়ে দিতে হয়। উদাহরণস্বরূপ তারা আশ্রয়স্থল মেরামত, ত্রাণ বিতরণের তালিকায় নাম উঠানো, বিতরণ টোকেন সংগ্রহ বা নতুন কোনো ব্যবসায় শুরুর অনুমতি পাওয়ার ক্ষেত্রে মাঝিদের দুর্নীতির কথা তুলে ধরেছেন। পরবর্তীতে কমিউনিটির মানুষদের সাথে আলোচনায়ও এই অসন্তোষ বা দুর্নীতির কথা উঠে এসেছে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারী কিছু নারী প্রকাশ করে বলেছেন যে তারা মাঝির বিরুদ্ধে অভিযোগ করতে ভয় পান, কেননা তারা মনে করেন অভিযোগ করলে তাদের ত্রাণ পাওয়া বন্ধ হয়ে যাবে।

> “যখনই আমরা কোনো সাহায্য চাইতে মাঝি এবং হেড মাঝির কাছে যাই, তাদের ৫০০-১০০০ টাকা দিতে হয়।”
>
> – নারী, ৫০, ক্যাম্প ১৯,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন-এর নেয়া ফোন সাক্ষাৎকার

এছাড়াও, কমিউনিটির মানুষেরা তাদের সাথে ভলান্টিয়ারদের খারাপ ব্যবহারের বিষয়েও অভিযোগ করেছেন । রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠী অভিযোগ করেন যে তারা কোনো সহায়তা চাইতে গেলে ভলান্টিয়াররা কখনো আপত্তিকর ভাষার ব্যবহার করে বা তাদেরকে হুমকি প্রদান করে, আবার অর্থ বা ত্রাণের একটি অংশ অথবা মূল্যবান জিনিস চায়। তারা আরও বলেছেন, ভলান্টিয়াররা তাদের কাজ সঠিকভাবে করছেন না এবং কখনো কখনো তাদের নির্ধারিত কাজগুলো না করেই চলে যান।

> “প্রায় এক বছর আগে, একজন রোহিঙ্গা ভলান্টিয়ার আমার মোবাইল চুরি করেছিল। আমি পুলিশের কাছে অভিযোগ করেছিলাম... সেই অভিযোগ চেয়ারম্যানের কাছে পাঠানো হয়। কিন্তু আমার কাছে টাকা না থাকায় আমি কোনো সমাধান পাইনি। কারণ চেয়ারম্যান টাকা ছাড়া কিছুই করবে না।”
>
> – নারী, ২৫, ক্যাম্প ২৪,
> বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন-এর নেয়া ফোন সাক্ষাৎকার

পরিষেবা সরবরাহকারী (মাঝি ও ভলান্টিয়ার) সংক্রান্ত সামাজিক সম্পর্কের প্রতিক্রিয়া, মাস অনুযায়ী

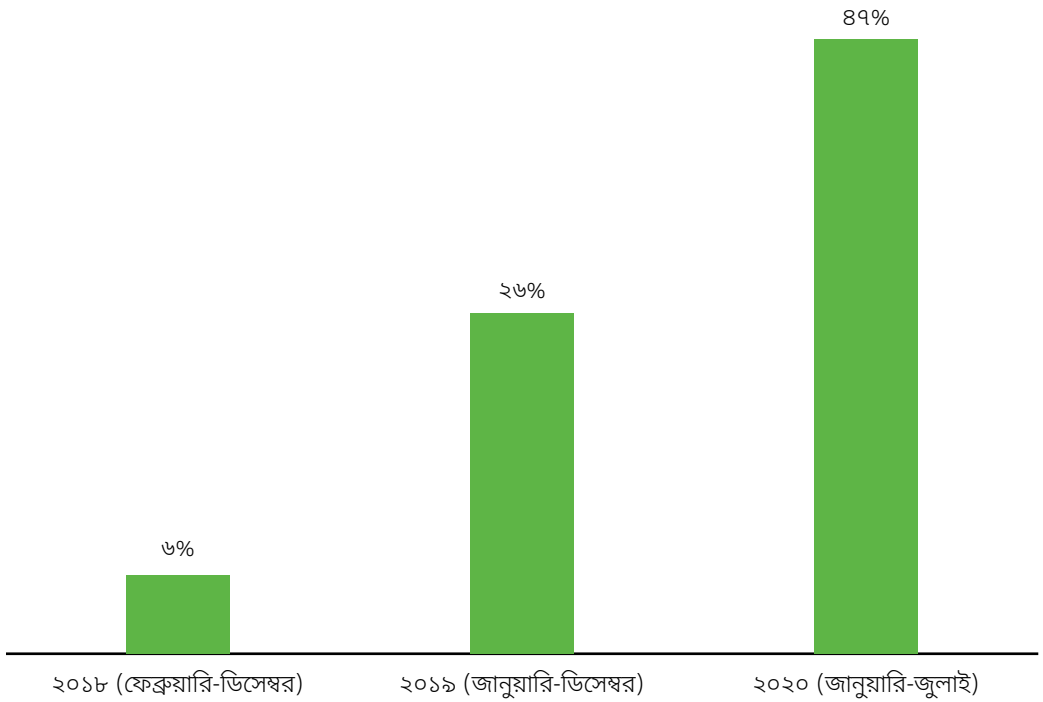

৩. স্থানীয় কমিউনিটি সম্পর্কিত উদ্বেগ এবং সম্পর্কের টানাপোড়ন

কমিউনিটির কাছ থেকে পাওয়া তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায়, রোহিঙ্গা কমিউনিটির যারা স্থানীয় বা হোস্ট কমিউনিটির কাছাকাছি বাস করেন তাঁদের উদ্বেগ বা সম্পর্কের টানাপোড়ন তুলামুলকভাবে বেশি। ক্যাম্প ৮ই, ১১ এবং ১২ বালুখালি বাজারের কাছাকাছি, যা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়মিত ব্যবহার করেন। আবার এই ক্যাম্পের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের তাদের উদ্বেগের কথা তুলে ধরেছেনও বেশি।

একইভাবে আলাদা একটি গবেষণা, যা বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশান পরিচালনা করেছে এই দুই কমিউনিটির সম্পর্ক পর্যালোচনা করার জন্য, যেখানে দুই কমিউনিটির সম্পর্কের টানাপোড়ন আরও ভালোভাবে উঠে এসেছে। গবেষণায় দেখা গেছে, ব্যক্তিগত ও পেশাগত কারণে দুই সম্প্রদায়ের মানুষ নিয়মিত যোগাযোগ করে থাকেন, তারপরও যতোই দিন গড়াচ্ছে, তাদের সম্পর্কের অবনতি ঘটছে। আর এই অবনতির জন্য এক কমিউনিটির মানুষ আরেক কমিউনিটিকে দায়ী করেছে। গবেষণায় আরও উঠে এসেছে, দুই কমিউনিটির মানুষের বিচরণক্ষেত্র এক, যেমন খুব কাছাকাছি বাস করা, পণ্য ক্রয়-বিক্রয় এর জায়গা এক বা একই বাজার ভাগাভাগি করা, যাতায়াতের জন্য একই পরিবহন বা রাস্তা ব্যবহার করা এবং সর্বোপরি, একই কর্মক্ষেত্রের ব্যবহার তাদের এই টানাপোড়নকে আরও বাড়িয়ে দিচ্ছে।

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন, স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষেরা তাদের সাথে যে খারাপ আচরণ বা ব্যবহার করে তা এই ক্রমশ অবনতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কারণ। তারা বলেছেন, কখনো কখনো স্থানীয় কমিউনিটির সদস্যরা রোহিঙ্গা জনগণকে তাদের আবাসস্থল, বিভিন্ন ওয়াস ফ্যাসিলিটি (*WASH Facility*) (যেমন ল্যাট্রিন, টয়লেট বা গোসলখানা) এবং পানির উৎসগুলোতে প্রবেশে বা ব্যবহারে বাধা দিয়ে থাকে। কখনও ঘরের দরজায় তালা মেরে দিয়ে বা ঘরের সামনে গর্ত করে, ঘরের সামনে বা উপরে ময়লা ফেলে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করে থাকে। সেই সাথে তারা আরও বলেছেন, স্থানীয় কমিউনিটির মালিকানাধীন জমিতে বসবাস করায় এক ধরনের ক্ষমতার ভারসাম্যহীনতা তৈরি হয়েছে, যা স্থানীয়দের দুর্ব্যবহারের একটি কারণ।

> “তারা [স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ] আমাদের গালাগালি বা খারাপ ব্যবহার করতে পারে, যা আমাদের নিরুপায় হয়ে শুনতে হয়।”
>
> – রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের নেতা, ৩০

অন্যদিকে গবেষণায় অংশগ্রহণকারী স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষ মনে করেন, তাদের অনিরাপদ বোধ এবং রোহিঙ্গা সম্প্রয়ের প্রতি অবিশ্বাস দিন দিন বেড়েই চলেছে। তারা বলেছেন, দিনদিন রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানুষেরা বিভিন্ন ধরনের অপরাধ্মুলাক কাজে যেমন হত্যা, মাদক ব্যবসা, ডাকাতি, বা সন্তাসবাদে জড়িয়ে পড়ছে, যা স্থানীয় মানুষের নিরাপত্যাহীনতাকে বাড়িয়ে দিচ্ছে। স্থানীয় সম্প্রদায়ের কিছু পুরুষ সদস্য মনে করেন, এই বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজে রোহিঙ্গারা স্থানীয় মানুষকে, বিশেষত তরুণদের সম্পৃক্ত করছে, যা তাদের সমাজকে কলুষিত করছে।

> “আমরা নিরাপত্যাহীনতায় ভুগছি এবং রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকেদের বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড তাদের প্রতি আমাদের অবিশ্বাস বাড়িয়ে দিয়েছে...”
>
> – স্থানীয় সম্প্রদায়ের পুরুষ, ৫২

স্থানীয় সম্প্রদায় (হোস্ট কমিউনিটি) সম্পর্কিত উদ্বেগ (বেস-২৮৪৮)

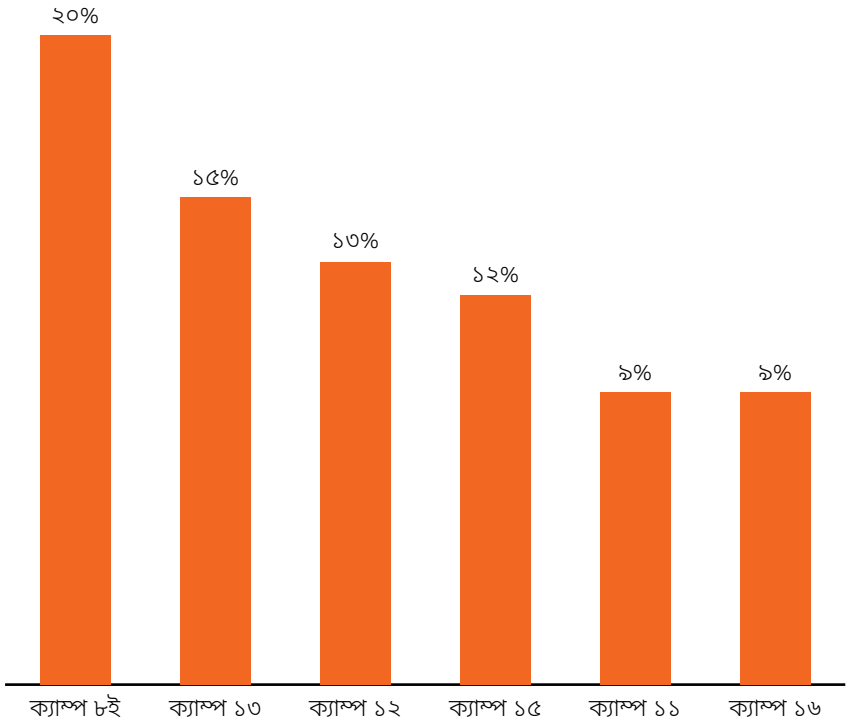

সম্পর্ক উন্নয়নে যে বিষয়গুলোতে দুই সম্প্রদায়ই একমত

রোহিঙ্গা ও স্থানীয়, উভয় সম্প্রদায়ের মানুষেরাই মনে করেন, বিভিন্ন এনজিও এবং সরকারের স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষকে আরও বেশি সহায়তা দেয়া উচিত, যা স্থানীয় সম্প্রদায়ের সামগ্রিক উন্নয়নে সাহায্য করবে। তারা আরও মনে করেন, এই সহায়তা দুই সম্প্রদায়ের মানুষের সম্পর্ক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মানুষ স্বীকার করেছেন যে, তাদের উপস্থিতি এবং বিভিন্ন সম্পদ বা সুযোগ-সুবিধার সম্মিলিত ব্যবহার স্থানীয় মানুষকে আরও বেশি সমস্যায় ফেলেছে। তাই সম্ভব হলে রোহিঙ্গা জনগণ, স্থানীয় মানুষেকে সহায়তা করতে চান।

গবেষণায় অংশগ্রহণ করা স্থানীয় সম্প্রদায়ের জনগণ আরও বলেছেন, রোহিঙ্গাদের বাংলাদেশ আসা শুরু হওয়ার পর থেকেই তাদের উপস্থিতি স্থানীয় মানুষের জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করছে। তাই ক্ষতিপূরণ হিসেবে তাদেরকেও ত্রাণ সহায়তা ও চাকরি দেয়া উচিত বলে তারা মনে করেন। অংশগ্রহণকারীদের একজন আরও বলেছেন, স্থানীয়দের মধ্যে অনেকেই বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, যদি বিভিন্ন এনজিও তাদেরকে ত্রাণ সহায়তা প্রদান করেন, তাহলে তা দুই সম্প্রদায়ের সম্পর্কও উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।

> “স্থানীয় সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ আগে তিনবেলা খাবার খেতে পারতো, এখন তারা দুই বেলা খেতে পায়।”
>
> – রোহিঙ্গা পুরুষ

> “স্থানীয় সম্প্রদায়ের লোকদের আমাদের (রোহিঙ্গা) মতো গ্যাস (এলপিজি) ও ত্রাণ সরবরাহ করা উচিত, [কারণ তারা] আমাদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যেসব নারীর [স্থানীয় সম্প্রদায়ের] ছোট সন্তান আছে এবং কাজ করতে পারছে না তাদের জন্য আরো বেশি সহায়তা করা উচিত।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী

> “রোহিঙ্গাদের আগমনের ফলে আমরা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি... সুতরাং তাদের (এনজিও এবং সরকার) উচিত আমাদের সহায়তা করা।”
>
> – স্থানীয় সম্প্রদায়ের পুরুষ

গবেষণায় অংশগ্রহণকারী রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের কিছু মানুষ বলেছেন উন্নত শিক্ষা তাদের স্থানীয় সম্প্রদায়ের প্রতি বেশি দায়িত্বশীল হতে সাহায্য করবে। একইভাবে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মানুষও মনে করেন, রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের জন্য শিক্ষা প্রদানের পক্ষে বলেছেন। যদিও তারা বলেছেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষের জন্য আলাদা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা করা উচিত।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ফরেইন, কমনওয়েলথ এন্ড ডেভেলপমেন্ট অফিস।

‘যা জানা জরুরি’ সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।